যুগান্তর

তারিখ 30 SEP 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

উচ্চশিক্ষা পরিষদের অনুমোদন সত্ত্বেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ চূড়ান্ত হচ্ছে না

মুসতাক আহমদ

সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও কতিপয় মানহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কারণে প্রক্রিয়া শুরুর দীর্ঘ পাঁচ বছর পরও ঝুলে আছে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ। উপদেষ্টা পরিষদে নীতিগতভাবে অনুমোদনের পরও বিগত কয়েক মাস ধরে নতুন এ অধ্যাদেশটি ভেটিংয়ের নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে নেয়া হচ্ছে। চূড়ান্ত হচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির একটি চক্র এ খাত থেকে প্রতি মাসে মোটা অংকের মাসোহারা পাচ্ছে। আইনটি পাস করতে যত দেরি হবে ততদিন এ মাসোহারা আদায় হবে। এ কারণে ঝুলে আছে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ।

শিক্ষাবিদরা বলেছেন, এ আইনটি চূড়ান্ত না হওয়ায় এখন নতুন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, নতুন আইনের অভাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুমোদিত না হওয়ায় সবধরনের কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়ার পরও বর্তমানে ১৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করতে পারছে না। এছাড়া আরও শতাধিক আবেদনপত্র জমা আছে মন্ত্রণালয়ে।

১৯৯২ সালে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়। ১৯৯৮ সালে এটি সংশোধিত হয়। এরপর একের পর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। ২০০৬ সালের মধ্যে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫৬-তে। পরে শিক্ষার নামে বাণিজ্যের অভিযোগে সরকার ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়।

২০০৩ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ও ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আশানুজ্জামানের আমলে শুরু হয় এ নতুন অধ্যাদেশ গঠন প্রক্রিয়া।

এ অবস্থায় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আবার নতুন আইনের উদ্যোগ নেয়া হয়। গত বছরের ৭ জুন অনুষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত পর্যালোচনা কমিটি বর্তমান শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৭ পাস না হওয়া পর্যন্ত কোন বেসরকারি বিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়।

নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. আতাউর রহমান বলেন, সরকারের উচিত অবিলম্বে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা। পাশাপাশি নির্বাহী আদেশটি স্থগিত করা। অন্যথায় প্রতি বছর যেভাবে ছাত্রছাত্রী পাস করে বের হচ্ছে তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারীদের জটে সরকারকে ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ এখন ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সর্বশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন সরকারের ওপর বিভিন্নভাবে অনবরত চাপ প্রয়োগ করছে যাতে অধ্যাদেশ পাস করা না হয়। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক সহজ করা হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আপত্তি অবান্তর।